আলমডাঙ্গায় দেড় কোটি টাকা নিয়ে পরিবারসহ উধাও ফার্মেসি ব্যবসায়ী

আলমডাঙ্গায় সুজা উদ্দীন নামের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দেড় কোটি টাকা নিয়ে পরিবারসহ উধাও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সে বিভিন্ন এনজিও ও ব্যবসায়ী এবং ব্যক্তির কাছ থকে ব্যবসা সূত্রে তিনি এই টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দিয়েছে।

সুজা উদ্দীন যশোর সদর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত আছির আলীর ছেলে। সে বৈবাহিক সূত্রে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের শশুর আব্দুল মান্নানের বাড়িতে বসবাস করত।

স্থানীয়রা জানান, গত ৭ বছর আগে সুজা উদ্দীন আলমডাঙ্গা পৌর শহরের মেডিসিন কর্ণারে চাকুরি করেন। ২০২০ সালে সে নিজেই রিপন ফার্মেসি নামের একটি দোকান শুরু করেন। ব্যবসায়ীক সম্পর্কে সে বিভিন্ন এনজিও, ব্যবসায়ী ও ব্যাক্তির নিকট থেকে ঋণ নেয়। এছাড়া বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির নিকট থেকে বাকিতে ঔষধ নেয়। এতে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্নসাৎ করে রাতারাতি উধাও হয়ে যায়।

ভুক্তভোগী ঔষধ কোম্পানি মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টিভেরা জানায়, ইবনে সিনা ফার্মাসিটিক্যাল ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা, একমি ফার্মাসিটিক্যাল ১ লাখ টাকা, নাভানা ফার্মাসিটিক্যাল ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, বিকন ফার্মা ৯০ হাজার টাকা, বায়ো ফার্মা ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা, নিপ্রো জেএমআইয়ের ৫০ হাজার টাকা, পপুলার ফার্মা ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, এসকেএফ ফার্মা ১৫ হাজার টাকা, জিসকা ফার্মা ১৬ হাজার টাকা, প্যাসেফিক ফার্মা ১১ হাজার টাকা, এভারেস্ট ফার্মা ১৬ হাজার টাকা, ড্রাগ ফার্মা ১০ হাজার টাকা, এপেক্স ফার্মা ৪ হাজার টাকা। ব্রাক এনজিও থেকে ৭ লাখ ও একতা ডেইলি সমিতি থেকে ২৭ লাখ এবং ফোর স্টার সমিতি থেকে ৭ লাখ টাকা নেন।

এছাড়া প্রতিবেশী কসমেটিকস এন্ড কনফেশনারী ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলামের কাছ থেকে ৪ লাখ, ভাই ভাই মোবাইলের মালিক জুয়েল রানার কাছ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার, আমেনা কনফেশনারীর মালিক ডাবলুর কাছ

থেকে ৫০ হাজার ধার নেন। এছাড়াও গোপনে তিনি চড়া সুদে অনেক ব্যাক্তির কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা নিয়েছেন।

ইবনে সিনা ফার্মার এমআর আসাদুজ্জামান বলেন, ব্যবসায়ীক সূত্রে কোম্পানির প্রায় ৭ লাখ টাকা বাকি দেওয়া হয়েছে। গত (১৪ নভেম্বর) মঙ্গলবার রাতের আধারে তিনি পরিবার নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়।

ভুক্তভোগী কসমেটিকস এন্ড কনফেশনারী ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম জানান, গত ১ মাস পূর্বে দোকানে ঔষধ কেনার জন্য ৪ লাখ টাকা ধার নেয়। ব্যাংকে লোনের টাকা তুলে পরিশোধ করবে। তিনি রাতারাতি পরিবার নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান বলেন, কয়েকজন ঔষধ কোম্পানির এমআর বাদি হয়ে অভিযুক্ত সুজা উদ্দীনের বিরুদ্ধে ২৫ লাখ টাকা লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এবিষয়ে সত্যতা নিশ্চিতে খোঁজখবর চলছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, অর্থ আত্নসাৎ করে উধাও এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত চলছে, পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের অবস্থান কর্মসূচি ও শো ডাউন

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অবরোধের নাশকত ঠেকাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীনের নেতৃত্ব অবস্থান কর্মসূচি পালন ও শো ডাউন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ।

গতকাল রবিবার সকাল ৯ টা থেকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি ও ভ্যানযোগে নেতাকর্মীদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় বড় বাজার কোর্ট মোড় একাডেমি মোড় রেল স্টেশন এলাকায় সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি জামায়াতয়ের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি বানচান করার

জন্য এবং সাধারণ মানুষ ভয় না পেয়ে যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এই জন্য উৎসাহিত করেন এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে শো ডাউন করেন জেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দের।

অবস্থান নেওয়া চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভিন বলেন, বিএনপি-জামায়াত হরতাল, অবরোধ ও সমাবেশের নামে যাতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট এবং ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা নামে নির্বাচন বানচাল করা সহ তারা দেশকে একটি অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। আমরা তাদের এই সহিংসতার বিরুদ্ধে, জনগণের জানমাল রক্ষায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। কোনো ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ ও সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের সর্বাত্মক সতর্ক অবস্থানে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান তিনি। শো ডাউন শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন, আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, পূর্ণিমা হালদার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, মিমি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ , মাহফুজ, আকাশ, কুতুব, রিপন, শাওন, সিফাত, জিরান, সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্মেলনে কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায় স্ব স্ব সরকারি দপ্তর তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করার কথা বলা হয়। এছাড়াও জনদুর্ভোগ লাঘবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা কে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা চুয়াডাঙ্গার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার কে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

উক্ত সভায় আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজ্জাদ হোসেন, (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির প্রাপ্ত), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগর কর্মকর্তা বৃন্দ।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালককে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে ইজিবাইক চুরি

দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালককে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে ইজিবাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। অবচেতন অবস্থায় ইজিবাইক চালক কে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। ইজিবাইক চালক হৃদয় জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের আঃ রব মুন্সির ছেলে। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, গতকাল শনিবার সকালে জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া বাজার এলাকা থেকে অজ্ঞাত দুজন ব্যক্তি ইজিবাইক চালক হৃদয়ের ইজিবাইক ভাড়া করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। সেখান থেকে আবার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে তারা।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইজিবাইকটি রেখে তারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পিছনে গিয়ে ইজিবাইক চালক কে বিস্কুট ও পানির সাথে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে ইজিবাইকটি চুরি করে নিয়ে যায়। কিছু সময়পর স্থানীয়রা ইজিবাইক চালক কে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। বিকেলে পরিবারের লোকজন খবরপেয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, ঘটনাটি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। এঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ ওসি দর্শনা থানার বিপ্লব কুমার শাহ

খুলনা রেঞ্জের ১০ জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন চুুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার শাহা,এস আই খাঁন আব্দুর রহমান,এ এস আই বশির আহম্মেদ।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মইনুল হক, বিপিএম (বার) সিপিএমের সভাপতিত্বে জানুয়ারি ২০২৩ মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় ওয়ারেন্ট তামিল, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, মামলা নিষ্পত্তি সহ দর্শনা থানার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বিপ্লব কুমার শাহ অফিসার ইনচার্জ, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা কে খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে ঘোষণা করেন।

অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা, দর্শনা থানার এস আই খাঁন আব্দুর রহমান, এ এস আই বশির আহম্মেদকে শ্রেষ্ট ক্রেষ্ট তুলে দেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মইনুল হক, বিপিএম (বার তাদের হাতে। তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল অফিসার ফোর্সসহ সকল পুলিশ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা বাসী ও সকল শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), মোঃ নিজামুল হক মোল্যা, সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ নিজামুল হক মোল্যা, অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ), জয়দেব চৌধুরী বিপিএম- সেবা, অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট), মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম, অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্) খুলনা রেঞ্জ, আরআরএফ, খুলনা সহ রেঞ্জ কার্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার পুলিশ সুপারবৃন্দ ও খুলনা রেঞ্জের ইন-সার্ভিস টেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৬ হাজার পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ২

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার পিচ নেশাজাতদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় পরানপুর গ্রামের কফি হাউজ এন্ড ফাস্টফুড দোকানের সামনে।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই নীতিশ বিশ্বাস গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি মটরসাইকেল কে ধাওয়া করে ধাওয়া করে দর্শনা সিএ্যান্ডবিপাড়ার লালু মুন্সির ছেলে পারভেজ (২০) ও দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ার আব্দুল খালেকের ছেলে সাব্বির ইসলামকে
(১৯) গ্রেফতার করে।

পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে মটরসাইকেলে অভিনব কায়দায় লুকানো মটরসাইকেলের সিটের নিচে লুকানো ৬ হাজার পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে। ছয় হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটের বাজার মূল্য ৩ লক্ষ টাকা।

আজ তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযান

গাজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

জীবননগর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে গতকাল শুক্রবার বিকালে মনোহরপুর মাঠ থেকে ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী কামাল হোসেনকে আটক করে পুলিশ।

জীবননগর থানা সুত্রে জানা গেছে, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি এস.এম. জাবীদ হাসানের নেতৃত্বে এসআই জামাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা কালে গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের শাফায়েত হোসেনের বেগুন ক্ষেতের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে মাধবখালী গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মাদক ব্যবসায়ী কামাল হোসেন (৩৭)কে ৩ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করেন পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা নবাগত পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত পুলিশ সুপার হিসেবে আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা যোগদান করেছেন। তিনি নরসিংদী সদর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। নবাগত পুলিশ সুপার বাংলাদেশ পুলিশে ২৭তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে গত ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে যোগদান করেন।

তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএসএস (লোকপ্রশাসন), যুক্তরাজ্যে ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স হতে মাইগ্রেশন স্ট্যাডিজ এ মাস্টার্স, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন।

নবাগত পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম- সেবা নবাগত পুলিশ

সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। সদ্য বিদায়ী পুলিশ সুপার নৌ পুলিশে পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি হয়েছেন। নবাগত পুলিশ সুপার বিকাল সাড়ে চারটার সময় জেলা পুলিশ চুয়াডাঙ্গার চৌকস টিম পুলিশ সুপারের কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে সালামী প্রদান করেন। পরবর্তীতে সদ্য বিদায়ী পুলিশ সুপার নবাগত পুলিশ সুপারকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

নবাগত পুলিশ সুপার তার চাকুরিকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং সর্বশেষ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ(ডিএমপি) তে সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। কাঙ্ক্ষিত ও জনবান্ধন চুয়াডাঙ্গা গড়তে নবাগত পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা জেলার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসহ সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা ও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেছেন। ইতোমধ্যেই জেলা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদ্য যোগদানকৃত পুলিশ সুপার কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছাক্ষণে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, আরআই, টিআই সহ জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সগণ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের ১৫১৩ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয় ।

১৫১৩ তম এ আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, আবু নাসিফ খলিল, হুমায়ুন কবীর, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,নটরাজ হারুন অর রশিদ, বেঙ্গলী,হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, নুরুজ্জামান,কাজল গুরু,আহাদ আলী মোল্লা, এম এ মামুন, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।ইংরেজি সাহিত্যের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান।

চিরায়ত সাহিত্য থেকে অভিনয় করেন শহিদুল রনি।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল।

আলমডাঙ্গায় বণিক সমিতির নব নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

আলমডাঙ্গার বণিক সমিতির নবনির্বাচিত কার্যকারী পরিষদের শপথ গ্রহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিজয়ীদের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বণিক সমিতির কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ।

অনুষ্ঠানে বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিঞা মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি হাজী শমসের মল্লিক, সাবেক সভাপতি হাজী রফিকুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম পকু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ঘেঁটু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী, নবনির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রহমান সিঞ্জুল।
অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে উপস্থাপনা করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক

কামাল হোসেন। এসময় বিদায়ী কার্যকারী কমিটির সদস্যদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন হারদি এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক একেএম ফারুক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক সহ-সভাপতি এনামুল হক, মোহাম্মদ আলী, হারদি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রোকনুজ্জামান ডাবলু, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক হাজী রফিকুল আলম, শরিফুল ইসলাম, খবির উদ্দিন মার্কেটের মালিক রানা আহমেদ। এপর্বে নবনির্বাচিত কার্যকারী কমিটির শপথ পাঠ করান আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,বণিক সমিতির ব্যবসায়ীদের এক সর্ব বৃহৎ সংগঠন। এ সংগঠনের নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানায়। ধন্যবাদ জানাই যারা বিগত কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকেও। আপনারা উভয়ে মিলে মিশে সংগঠনের স্বার্থে কাজ করবেন। আমার একটা পরামর্শ থাকবে,সমিতির সদস্যদের সুখে দুঃখে পাশে থাকবেন।

শপথ গ্রহণ করেন- বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিঞা মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল- মামুন, সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, হাজী রফিকুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন মিয়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম লিটন, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল, দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন, এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, আঃ ওহাব কাবলু, জসিম উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, ফারুক হোসেন, রেজাউল হক তোতা, রতন আলী, সাইদুল ইসলাম, খন্দঃ সজিব, সিরাজুল ইসলাম।